খাদ্য মন্ত্রণালয়ের **আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ**

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন				মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
১।	খাদ্য মন্ত্রণালয়	০১	-	১	-	-	০১	০১	৬৬.৬৭ %-	০১	১৬.৭% -

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০১ টি

০২। ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

নিম্নলিখিত কারণে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়:

প্রকল্প প্রণয়ন ও ঠিকাদার নিয়োগে বিলম্ব, ক্রয় কার্য প্রক্রিয়াকরণে সময়ক্ষেপন, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি ইত্যাদি। এছাড়া প্রকল্প প্রণয়নকালে বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম প্রকল্প প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত না করা, ভৌত কাজের ডিজাইন পরিবর্তন ও সিডিউল রেট/নির্মাণ সামগ্রির মূল্য বৃদ্ধি হেতু ভৌত কাজের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্প সংশোধন দুর্বল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কারণে অনেক প্রকল্প মূল পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

ক্র:নং:	**সমস্যা**	**সুপারিশ**
০১।	DPP-তে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন না করা;	DPP-তে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
০২।	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা না থাকা;	ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা রাখতে হবে;
৩।	মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা;	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করতে হবে;
৪।	ভূমি অধিগ্রহণে সময়মত উদ্যোগ গ্রহণের অভাব এবং সময়ক্ষেপণ করা ;	যথাসময়ে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং তা নিশ্চিত করা;
৫।	প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম প্রকল্প শেষে পরিচালনা করার জন্য রাজস্ব বাজেটের অপ্রতুলতা;	প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম প্রকল্প শেষে পরিচালনা করার জন্য রাজস্ব বাজেটে সংস্থান রাখতে হবে;
৬।	সমাপ্ত প্রকল্পের Internal ও External অডিট দ্রুত সম্পাদন না করা;	বছরভিত্তিক এক্সটার্নাল অডিট করে তা প্রকল্প মেয়াদেই নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;

ক্র:নং:	সমস্যা	সুপারিশ
৭।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটির সভা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হওয়া;	প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে;
৮।	আইএমইডি'র বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ না করা;	উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে।

Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food (2nd Revised)

শীর্ষক প্রকল্পের **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর ২০১৯)

০১। প্রকল্পের নাম : Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food (2nd Revised)

০২। প্রকল্পের অবস্থান : বাংলাদেশ।

০৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)।

০৪। উদ্যোগি মন্ত্রণালয় : খাদ্য মন্ত্রণালয়।

০৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় : (লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল মেয়াদের %)
মোট	সর্বশেষ	মোট	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৩৪৪৭.৭৫	৪৬৭০.১৪	৪০২৩.৬৫ (৮৬.১৫ %)	মার্চ ২০১৪ হতে আগষ্ট ২০১৭ পর্যন্ত।	মার্চ ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত।	মার্চ ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত।	৫৭৫.৯০ (১৬.৭%)	০২ বছর ০৪ মাস (৬৬.৬৭%)

তথ্যসূত্রঃ পিসিআর

০৬। প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক বাস্তবায়ন: (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	টিএপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/ পরিমাণ	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(ক) রাজস্ব ব্যয় :						
(১) ইন্টারন্যাশনাল কনসালটেন্ট (ম্যান মাস: এমএম)						
১)	এফএস সিস্টেম স্পেশালিস্ট	এমএম	১৩	১৩১.২৩	১৩ (১০০ %)	১৩১.১২ (৯৯.৯১ %)
২)	আইনি পরামর্শক	এমএম	১৭	১২৮.০৮	১৬ (৯৪.১১%)	১২৫.০৮ (৯৭.৬৫%)
৩)	এফএস অর্গ মেনেজ. স্পেশালিস্ট	এমএম	২	২৫.০০	২(১০০ %)	২৪.০০ (৯৬%)
৪)	রিস্ক এসেসমেন্ট স্পেশালিস্ট	এমএম	২	২৫.০০	২(১০০ %)	২৬.০০ (১০৪%)
৫)	সার্টিফিকেশন ও এক্রেডিটেশন স্পেশালিস্ট	এমএম	২	৪০.০০	২.০০ (১০০ %)	৩৮.০০ (৯৫%)
৬)	ইন্ট. অপার. অফিস	এমএম	৪৭	২৬৭.৪২	৪৬ (৯৭.৮৭%)	২৬২.৩০ (৯৮.০৮ %)
৭)	সিনিয়র টেক অফিস	এমএম	২৯	২৫৬.৪২	২৮ (৯৬.৫৫ %)	২৫২.৪২ (৯৮.৪৪%)
৮)	অন্যান্য প্রযুক্তি	এমএম	২০	১১৯.১৬	১৮ (৯০ %)	১১৭.২১ (৯৮.৩৬%)
	উপ-মোট	এমএম	১৩২	৯৯২.৩১	১২৭ (৯৬.২১%)	৯৭৬.১৩ (৯৮.৩৬)
(২) ন্যাশনাল কনসালটেন্ট (ম্যান-মাস: এমএম)						
৯)	ন্যাশ. এফএস সিস্টেম স্পেশালিস্ট	এমএম	৬০	১৪৩.৬১	৬০ (১০০ %)	১৪৩.৬১ (১০০ %)
১০)	ন্যাশ. এফএস এডভাইজর	এমএম	০	০	০	০
১১)	ন্যাশ. এফএস এক্সট. কনস.	এমএম	০	০	০	০
১২)	ন্যাশ. কনস. পোল্ট্রি	এমএম	৫৭	১১৮.৮৩	৫৬ (৯৮.২৪%)	১১৫.৫৮ (৯৭.২৬%)

ক্রমিক নং	টিএপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/ পরিমাণ	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১৩)	ন্যাশ. কনস. হর্টিকালচার	এমএম	৫৪	১২০.২৫	৫২ (৯৬.২৯%)	১১৬.৩৪ (৯৬.৭৪%)
১৪)	ন্যাশ. কনস. সার্টিফিকেশন ও এক্রেডিটেশন	এমএম	২৪	৫২.১৭	২৩ (৯৫.৮৩%)	৪৯.৫০ (৯৪.৮৮%)
১৫)	অন্যান্য কনস.	এমএম	১৯০	১৪৬.১৭	১৯০.১৫ (১৩০.০৮%)	১৯০.১৫ (৭৬.৩১%)
১৬)	ন্যাশ. টিম লিডার	এমএম	৫০	২৮১.৬১	৪৫ (৯০%)	২১০ (৭৪.৫৭%)
১৭)	ন্যাশ.কনস. জেন. প্রকিউ.সাপ.	এমএম	১৮	৪১.৩৩	১৭ (৯৪.৪৪%)	৩৯.২৩ (৯৪.৯১%)
	উপ-মোট	এমএম	৪৫৩	৯০৩.৯৭	৩৯৮ (৮৭.৮৫%)	৮৬৪.৪১ (৯৫.৬২%)
(৩) ন্যাশনাল কনসালটেন্ট (ম্যান-মাস: এমএম)						
১৮)	এডমিন/ ফিনান্স অফিসার		৩৬	৭৬.৯২	৩৬ (১০০ %)	৭৬.৫০ (৯৯.৪৫%)
১৯)	জেন্ডার স্পেশালিস্ট (১)	এমএম	০	০	০	০
২০)	আইটি ম্যানেজার (১)	এমএম	৫৯	৫০.০১	৫৯ (১০০ %)	৬০.১৭ (১২০.৩১%)
২১)	অ্যাডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট (১)	এমএম	৬০	৩১. ৫০	৫০ (৮৩.৩৩%)	২৫.৭৮ (৮১.৮৪%)
২২)	সেক্রেটারি (১)	এমএম	৩৬	১৬.২৯	৩৫ (৯৭.২২%)	১৭.৬৭ (১০৮.৪৭%)
২৩)	মেসেঞ্জার (১)	এমএম	১০.৪৪	৬০	৬০ (১০০%)	১৪.২০ (১০০ %)
২৪)	ড্রাইভার (৩)	এমএম	১৫৬	৩৪.৭০	১৪০ (৮৯.৭৪%)	৬০.৬৮ (১৭৪.৮৭ %)
	উপ-মোট	এমএম	৪০৭	২১৯.৮৬	৩৪০ (৯৩.৩৬%)	২৫৫.০০ (১১৫.৯৮%)
(৪) ভ্রমণ						
২৫)	আন্তর্জাতিক এয়ার টিকেট	ট্রিপ	৩৩	১৩৫.৫৮	২৯ (৮৭.৮৭%)	১১৮.২১ (৮৭.১৮%)
২৬)	ডিএসএ ঢাকা	দিবস	২০৬০	১২৫.৭৩	২১২৫ (১০৩.১৫%)	১২৬.৪৯ (১০০.৬০ %)
২৭)	ডিএসএ ফিল্ড	দিন	২৬৫	১০.১৩	২৭১ (১০২.২৬%)	১০.৩৬ (১০২.২৭%)
২৮)	ইন কান্ট্রি ট্রাভেল	ইউনিট	৫.২	৭.৩১	৫.১০ (৯৮.০৭%)	৭.২০ (৯৮.৪৯%)
	উপ-মোট			২৭৮.৭৫		২৬২.২৬
(৫) চুক্তি						
২৯)	ওয়েব প্ল্যাটফর্ম	প্যাক	১	৪২.০০	১ (১০০ %)	৩৫.৫০ (৮৪.৫২%)
৩০)	অন্যান্য আইটি পরিসেবা	প্যাক	১	৭.০০	১ (১০০ %)	৬.৩০ (৯০%)
৩১)	বিশ্ববিদ্যালয়কে সাপো.	প্যাক	১	৪৭.৬২	১ (১০০ %)	৪৩.৫১ (৯১.৩৬%)
৩২)	বিবিধ	প্যাক	২	৪০.৫০	২ (১০০ %)	২৫.৮৯ (৬৩.৯২%)
	উপ-মোট		৫	১৩৭.১২	৫ (১০০ %)	১১১.২০ (৮১.০৯ %)
(৬) প্রশিক্ষণ						

ক্রমিক নং	টিএপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/ পরিমাণ	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
৩৩)	প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার	প্যাক	১	৩৮.২০	১ (১০০ %)	৪০.২৫ (১০৫.৩৬%)
৩৪)	কনসাল. মিটিং/ ওয়ার্কশপ	প্যাক	৪৪.৫০	৫৩.২০	৪৩ (৯৬.৬২%)	৫০.৪১ (৯৪.৭৫%)
৩৫)	স্ট্যাডি টুর	প্যাক	২	২১৩.১০ (জিওবি ১৮০)	২ (১০০ %)	২০৫.২০ (জিওবি ১৭১.০৪) (৯৬.২৯%)
৩৬)	স্বল্প/দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ	প্যাক	৩	৫৩.১০	৪ (১৩৩.৩৩%)	৫২.৪৯ (৯৮.৮৫%)
	উপ-মোট	প্যাক	৫০.৫০	৩৫৭.৬০	৫০ (৯৯.০০%)	৩৪৮.৩৫ (৯৭.৪১%)
(৭) এক্সপেনডিবল ক্রয়						
৩৭)	প্রিন্ট এবং ডকুমেন্টেশন	প্যাক	১৭	২৭.৫০	১৭ (১০০ %)	২১.২০ (৭৭.০৯%)
৩৮)	প্রশিক্ষণ ও মিটিং এর জন্য সরবরাহ	প্যাক	৪০	২৫.০০	৩৯ (৮৪ %)	২১.০০ (৯৭.৫%)
৩৯)	ল্যাব ব্যবহারযোগ্য	প্যাক	১	৪৪.২৫	১ (১০০ %)	৩৯.৩৫ (৮৮.৯২%)
	উপ-মোট		৫৮	৯৬.৭৮	৫৭ (৯৮.২৭%)	৮১.৫৫ (৮৪.২৬%)
(৮) প্রযুক্তিগত উপদেষ্টা পরিষেবা						
৪০)	মূল্যায়ন	প্যাক	২	৩৫.০০	২ (১০০ %)	৩৪.০০ (৯৭.১৪%)
৪১)	রিপোর্টিং	নম্বর	২	৭.৭৩	২ (১০০ %)	৭.১২ (৯২.১০%)
৪২)	প্রযুক্তি সাপোর্ট	প্যাক	১২	৯.৫০	১২ (১০০ %)	৮.৪৯ (৮৯.৩৬%)
	উপ-মোট		১৬	৫২.২৩	১৬ (১০০ %)	৪৯.৬১ (৯৪.৯৮%)
(৯) প্রযুক্তিগত সহায়তা পরিষেবা						
৪৩)	FAO ওভারহেড (১৩%)	প্যাক	১	৪৯২.২৯	১ (১০০ %)	৪৯২.২৯ (১০০ %)
	উপ-মোট		১	৪৯২.২৯	১ (১০০ %)	৪৯২.২৯ (১০০ %)
(১০) সাধারণ অপারেটিং খরচ						
৪৪)	অফিস রক্ষণাবেক্ষণ এবং সরবরাহ	প্যাক	৪৮	২১.৮১	৪৮ (১০০ %)	১৯.৩৯ (৮৮.৯০%)
৪৫)	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ		৪৮	২০.৬৭ (জিওবি ৫.০০)	৪৮ (১০০ %)	১৯. ৪৭ (৯৪.১৯%)
৪৬)	যোগাযোগ		৪৮	১১.০৬	৪৮ (১০০ %)	১০.৪৫ (৯৪.৪৮%)
৪৭)	ইউটিলিটি		৪৮	৭.৭৯	৪৮ (১০০ %)	৭.২৯ (৯৩.৫৮%)
৪৮)	নিরাপত্তা		৪৮	৭.১৯	৪৮ (১০০ %)	৭.৩০ (১০১.৫২%)
৪৯)	বিবিধ		১	২৫.৩৪	১ (১০০ %)	২৩.৯৮ (৯৪.৬৩%)
	উপ-মোট			৯৩.৮৬ (জিওবি ৫.০০)		৮৭.৮৮ (৯৩.৬২%)
	উপ-মোট (রাজস্ব অংশ)			**৩৬২৪.৭৭**	**১৮৫.০০**	**৩৫২৮.৬৮**

ক্রমিক নং	টিএপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/ পরিমাণ	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
						(৯৭.৩৪%) (জিওবি ১৭১.০৪)
(খ) মূলধন ব্যয়:						
(১১) সম্পদ সংগ্রহ :						
৫০)	অফিস সংস্কার	থোক	১	৫৫.০১	১ (১০০ %)	৫৪.৯৩ (৯৯.৮৫%)
৫১)	ফার্নিচার	থোক	১ (১০০%)	১২.৭২	১ (১০০%)	১১.৮৯ (৯৩.৪৭%)
৫২)	যানবাহন		২ (১০০%)	৩৫.০৭	২ (১০০%)	৫০.৫৯ (১৪৪.২৫%)
৫৩)	কম্পিউটার/আইটি		২০	২৮.১১	২০ (১০০ %)	২৭.৭৭ (৯৮.৭৯%)
৫৪)	ফটোকপিয়ার		৩	১৪.৪৯	৩ (১০০ %)	১২.১৯ (৮৪.১২%)
৫৫)	সাধারণ সরঞ্জাম		৪	১০.৪৬	৪ (১০০ %)	৮.২০ (৭৮.৩৯%)
৫৬)	মাইক্রোবাস		১	১৫.২০	১ (১০০ %)	১৫.৫৯ (১০২.৫৬%)
৫৭)	জেনারেটর		০	০	০	০
৫৮)	এয়ার কন্ডিশনার		৫	২.৩৮	৫ (১০০ %)	২.২৮ (৯৫.৭৯)
৫৯)	সার্ভার		২	৭.৭২	২ (১০০ %)	২.২৮ (৯৪.৪৩%)
৬০)	বিবিধ অফিস		২	১১৮.৬৫	২ (১০০ %)	৭১.২৩ (৬০.০৩%)
৬১)	ল্যাপটপ		১৫	৩৬.৬৭	১৫ (১০০ %)	৩৫.২৪ (৯৬.১০%)
৬২)	প্রিন্টার		৪	১৫.৪৫	৪ (১০০ %)	১৩.৪৫ (৮৭.০৫%)
৬৩)	মোবাইল ল্যাবরেটরি		২	১২৩.৪৪	১	৯০.২৪ (৭৩.১০ %)
	উপ-মোট ব্যয়			৪৭৫.৩৭		৪০০.৮৯
	সিডি ভ্যাট			জিওবি ৫৭০.০০		জিওবি ৯৪.০৮
	উপ-মোট (মূলধন) ব্যয়			১০৪৫.৩৭		৪৯৪.৯৭ (৪৭.৩৪ %)
	সর্বমোট (ক+খ):			৪৬৭০.১৪		৪০২৩.৬৫ (৮৬.১৫ %)

সূত্র: প্রকল্পের পিসিআর

০৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** প্রযোজ্য নয়।

০৮। প্রকল্পের পটভূমি:

নিরাপদ খাদ্য বিষয়সূচিতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক স্পর্শকাতরতা বৃদ্ধি এবং দেশে উচ্চতম নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদানের প্রেক্ষাপটে "Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। ৭ম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা (7FYP) এবং কৃষি, খাদ্য

নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক জাতীয় বিনিয়োগ কর্ম পরিকল্পনায় (CIP) নিরাপদ খাদ্যকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ১০ অক্টোবর ২০১৩-তে 'নিরাপদ খাদ্য আইন' এবং উক্ত আইনের অধীনে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ) ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ গঠন করা হয়েছে। এ এজেন্সি দেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয়কারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে।

বিএফএসএ-কে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বিভিন্নভাবে সহায়তা করার জন্য "Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food" শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৩৪৯৭.৭৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৪৪৭.৭৫ লক্ষ টাকা) এবং প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদ মার্চ ২০১৪ হতে আগষ্ট ২০১৭ পর্যন্ত ছিল। প্রকল্পের কার্যক্রম যেমন: বিধি, পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ, সচেতনতামূলক কার্যক্রম ওয়ার্কশপ-সেমিনার ইত্যাদি সম্পন্ন হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রোড-ম্যাপ প্রস্তুতকরণসহ অন্যান্য কার্যক্রমের কিছু সমন্বয় সাধন এবং মোবাইল ল্যাবরেটরি (ভ্যান) ক্রয় সম্পন্নকরণসহ ল্যাব পরিচালনার জন্য প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির আবশ্যকতা দেখা দেয়। সংশোধিত টিপিপিতে ৪৬৭.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধিসহ প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৯ করা করা হয়েছে।

০৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

(১) স্থানীয় বাজারে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি ব্যবস্থার উন্নয়ন;
(২) নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন;
(৩) আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক খাদ্য বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান জোরদার;
(৪) নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকরণ;
(৫) সমন্বিত জাতীয় নিরাপদ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
(৬) আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা জোরদার; এবং
(৭) বিজ্ঞানভিত্তিক নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার আধুনিকায়নে সহায়তা।

১০। অনুমোদিত টিএপিপিতে সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য:

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	টিএপিপি অনুযায়ী সংস্থান	এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়
২০১৩-১৪	-	-	-	-
২০১৪-১৫	৫৯৮.৫০	৬২৪.০০	-	৫৯৮.৫০
২০১৫-১৬	৮৪০.০০	১,০০০.০০	-	৮৪০.০০
২০১৬-১৭	৮১৫.০০	১,০৪৫.০০	-	৮১০.০৭
২০১৭-১৮	১,৬৮২.১৪	১,৬২৯.০০	১২০.০০	১,০১১.৬১
২০১৮-১৯	৬৩৫.৪৭	৯৩২.০০	৭৭.০০	৫৭১.৩৯
২০১৯-২০	৯৯.০৩	২৪৮.০০	১১২.৫০	১৯২.০৮
মোট	৪,৬৭০.১৪	-	-	৪,০২৩.৬৫

সূত্র: এফএও বাংলাদেশ (প্রকল্প অফিস)

১১। প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধন:

প্রকল্প দলিল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পটির মূল টিএপিপি ১৫ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ ৩৪৯৭.৭৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৪৪৭.৭৫ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ ২০১৪ থেকে আগস্ট ২০১৭

মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। এরপর ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এসপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪২০২.৭৫ লক্ষ (জিওবি ৭৫৫.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৩৪৪৭.৭৫ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং মার্চ ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১ম সংশোধিত টিএপিপি অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ ১৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ ২য় সংশোধিত টিএপিপি মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬৭০.১৪ লক্ষ (জিওবি ৭৫৫.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৩৯১৫.১৪ লক্ষ) টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ মার্চ ২০১৪ হতে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারণ করে অনুমোদিত হয়। এরপর ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্প মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১২। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

পিসিআর অনুযায়ী কোন প্রকল্প প্রকল্প পরিচালকের তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের অর্থায়নকারি উন্নয়ন সহযোগি USAID কর্তৃক প্রকল্প সাহায্য FAO এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং উক্ত অর্থে নিধ্যারিত কার্যক্রমসমূহ Food and Agriculture Organization (FAO) কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। জিওবি খাতে ৭৫৫.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে মোট ২৬৫.১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। জিওবি খাতের অর্থ বৈদেশিক স্ট্যাডি ট্যুর (১৭১.০৪ লক্ষ টাকা) এবং সিডি/ভ্যাট (৯৪.০৮ লক্ষ টাকা) বাবদ ব্যয় করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী জিওবি খাতের অর্থের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা একজন সরকারি কর্মকর্তা হওয়া আবশ্যক। প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কোন দালিলিক প্রমাণ না থাকায় জিওবি অর্থ কিভাবে বায় হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। এছাড়া প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পিসিআর প্রণয়ন করে দাখিলের বাধ্যবাধকতা থাকলেও বিবেচ্য প্রকল্পের পিসিআর FAO কর্তৃক প্রণয়ণের পর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডি-তে প্রেরিত হয়েছে।

১৩। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ: প্রযোজ্য নয়।

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

ক্রম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্জন
(১)	স্থানীয় বাজারে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।	স্থানীয় বাজারে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
(২)	নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।	নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
(৩)	আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক খাদ্য বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান জোরদার করা।	আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক খাদ্য বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান জোরদার হয়েছে।
(৪)	নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকরণ করা।	নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
(৫)	সমন্বিত জাতীয় নিরাপদ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।	সমন্বিত জাতীয় নিরাপদ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
(৬)	আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা জোরদার করা ।	আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা জোরদার হয়েছে।
(৭)	বিজ্ঞানভিত্তিক নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার আধুনিকায়নে সহায়তা প্রকাশ করা।	বিজ্ঞানভিত্তিক নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার আধুনিকায়নে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১৫ । অডিট সম্পর্কিত তথ্য:

ঢাকাস্থ Food and Agriculture Organization (FAO)-এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি জানান যে, অর্থায়নকারী উন্নয়ন সহযোগি USAID কর্তৃক অর্থায়নের ক্ষেত্রে কেবল জাতিসংঘের সংস্থা হিসাবে জাতিসংঘের নিরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করার শর্ত ছিল। জাতিসংঘের সংস্থা হিসাবে জাতিসংঘের নিরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে Food and Agriculture Organization (FAO) দ্বারা আর্থিক বিষয়গুলি সরাসরি পরিচালিত/তদারকি করা হয়েছে। এছাড়া ফাপাড কর্তৃক অডিট বিবেচ্য প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য নয়।

১৬ । উপকারভোগিদের মতামত:

প্রত্যক্ষ প্রভাব: বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি (বিএফএসএ) এর প্রতিনিধি জানান যে, প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ খাদ্য বিধিমালা, প্রবিধান, নির্দেশিকা, কোড অফ প্র্যাকটিস, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি (বিএফএসএ) কে খসড়া তৈরিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বিএফএসএ-কে খাদ্য শৃঙ্খল এর

সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (FCAs) এর সাথে নিয়ন্ত্রক এবং সমন্বয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে সরাসরি সাহায্য করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সরকারি ও বেসরকারি প্রায় ২০১৩ জন অংশগ্রহণকারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, বিএফএসএ তাদের নিজস্ব ২০০ জনের বেশি কর্মী নিয়োগ করেছে এবং বিভিন্ন খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (FCAs) থেকে ৭০০ জনের ও বেশি খাদ্য নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক মনোনীত করেছে। অধিকন্তু, খাদ্য ব্যবসায়ীরা বিএফএসএ-এর নিয়ম-কানুন অনুসরণ করছে যা পরিদর্শক এবং বিএফএসএ-এর কর্মকর্তারা তাদের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করার সময় প্রমাণিত হয়েছে।

পরোক্ষ প্রভাব: প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি (বিএফএসএ) কে সারা দেশে ওয়ার্কশপ, সেমিনার, পাবলিক ডায়ালগ, মিটিংসহ সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে সাহায্য করা হয়েছে যা বিএফএসএ এর দৃশ্যমানতা তৈরি করেছে এবং মানুষ এখন নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন । এছাড়া, ফুড বিজনেস অপারেটর (FBOs) এবং মিডিয়া এখন যথাক্রমে খাবার উৎপাদন এবং যে কোন সংবাদ প্রকাশ করার সময় খাদ্য নিরাপদতার নিয়ম সম্পর্কে খুব সতর্ক। অধিকন্তু, প্রকল্পটি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্টে ব্যাচেলর ডিগ্রি কোর্স চালু করতে সহায়তা করেছে এবং এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে দেশের প্রথম অনার্স ফুড সেফটি ডিগ্রি।

১৭। প্রকল্প পরিদর্শন:

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত গত ১২ জুলাই, ২০২৩ তারিখ আইএমইডি'র উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ সাইফুর রহমান কর্তৃক Food and Agriculture Organization (FAO) কার্যালয়, (ব্লক-জে, বাড়ি নং-৭৪, রোড নং-১৮, বনানী, ঢাকা ১২১৮) পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে Food and Agriculture Organization (FAO) ঢাকা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি-এর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে নিম্নবর্ণিত তথ্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়:

(ক) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রযুক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিকতা সরবরাহ : প্রকল্পের আওতায় একটি ভ্রাম্যমাণ খাদ্য পরীক্ষাগার ক্রয় করে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ)-এর নিকট হস্তান্তর করেছে। এটি বাংলাদেশ এবং বিএফএসএর জন্য একেবারে নতুন প্রযুক্তি। ভ্রাম্যমাণ খাদ্য পরীক্ষাগারটি শহরের মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করে ঘটনাস্থলে ভৌত, রাসায়নিক এবং মাইক্রোবায়োলজিক্যাল বিপত্তিসমূহ পরীক্ষা করছে। ফলে ভোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি এবং দূষণ ও ভেজাল সম্পর্কে বিক্রেতাদের সতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ ভ্রাম্যমাণ খাদ্য পরীক্ষাগার কীভাবে চালাতে হয় সে বিষয়ে প্রকল্পটি বিএফএসএ-এর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

(খ) প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি (বিএফএসএ) এর জন্য কর্মসংস্থান প্রবিধানের খসড়া তৈরি ও প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে। প্রকল্পটি বিএফএসএ-এর জন্য প্রবিধান অনুমোদন করতেও সাহায্য করেছে যার মাধ্যমে, বিএফএসএ ২০০ জনের ও বেশি নিজস্ব কর্মী এবং কর্মকর্তা নিয়োগ করেছে। এছাড়া প্রকল্পটি তাদের নিয়মিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রায় ১২ জন স্থানীয় পরামর্শদাতা এবং কর্মী নিয়োগ দিয়েছিল।

(গ) নারী-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি: প্রকল্পের আওতায় মহিলা পরামর্শদাতা এবং কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় সেক্টর হতে বেশ সংখ্যক মহিলা বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে। ফলে নারী-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

(ঘ) বিভিন্ন বিধি, নির্দেশিকা ইত্যাদি প্রণয়ন: প্রকল্পের আওতায় কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করে বিএফএসএকে বেশ কিছু নিয়ম, প্রবিধান, নির্দেশিকা, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতির প্রণয়ন করেছে।

১৮। প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও পরিদর্শনের ছবি:



চিত্র: মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ খাদ্য পরীক্ষাগার উদ্বোধন।



চিত্র: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (BAU) ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্টে কোর্সের অংশগ্রহণকারি/.বৃন্দ।



চিত্র: হোটেল মারিক ও কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।



চিত্র: GAP বিষয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থী।



চিত্র: ফুড সেফটি ইনস্পেকটরদের খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।



চিত্র: ঢাকাস্থ FAO কার্যালয় পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্টদের সাথে আইএমইডি'র প্রতিনিধি।

১৯। প্রকল্প পর্যবেক্ষণ:

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পের পিসিআর (Project Completion Report) আইএমইডি/০৪ ছকে প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়নি।

(খ) প্রকল্পের আওতায় কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করে বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি (বিএফএসএ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি জেলায় এ প্রতিষ্ঠানের জেলা অফিস বিস্তৃত হয়েছে।

(গ) প্রকল্পের আওতায় কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করে বিভিন্ন সংস্থার সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান ছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্টে ব্যাচেলর ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য আরও কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ আছে বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এ ধরণের কোন পরিকল্পনা সম্পর্কে বিএফএসএ-এর পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি।

(ঘ) প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত দুইটি ভ্রাম্যমাণ খাদ্য পরীক্ষাগারের পরিবর্তে একটি ভ্রাম্যমাণ খাদ্য পরীক্ষাগার ক্রয় করে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ)-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। উক্ত ভ্রাম্যমাণ খাদ্য পরীক্ষাগার হতে সেবা প্রাপ্তির মান যথেষ্ট ভাল বলে অবহিত করা হয়। অনুরুপ ব্যবস্থা বৃদ্ধির কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি।

২০। সুপারিশসমূহ:

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করার ক্ষেত্রে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পের পিসিআর (Project Completion Report) আইএমইডি/০৪ ছকে প্রণয়ন না করায় দায়িত্ব পালনে কারো অবহেলা আছে কিনা তা পরীক্ষা করা আইএমইডি-কে অবহিত করবে।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্টে বিষয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি কোর্স চালু করার বিষয়টি প্রশংসনীয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাক্রমে ফুড সেফটি সংক্রান্ত কোন বিষয় বা অধ্যায় সংযোজন করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(গ) ভবিষ্যতে ভ্রাম্যমাণ খাদ্য পরীক্ষাগার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করে এতদবিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।